ভোরের কাগজ

তারিখ AUG. 11 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিঝুমপুরী

চ. বি. সংবাদদাতা : সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্যের লাগাতার হরতাল-অবরোধের প্রথম দিনেই গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অনেকটা নিঝুমপুরীতে পরিণত হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্র বাস পুনরায় চালুর দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নানা কর্মসূচির মাধ্যমে গত ৬ দিন ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

গতকাল সকালে ছাত্রঐক্য কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যারেজ এবং ১নং ও ২নং গেটে তালা লাগিয়ে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বাসা থেকে বের হতে পারেনি। প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি, সবকটি ফ্যাকাল্টি ভবন এবং চাকসু ভবন বন্ধ ছিল। ছাত্রঐক্য নেতাকর্মীরা প্রক্টরকেও তার অফিসে ঢুকতে দেয়নি। এ ছাড়া অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমও বন্ধ ছিল। গতকাল বিকাল ৩টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারেনি এবং সকল ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

ছাত্রঐক্য নেতাকর্মীরা সকালে মিছিল করে লাইব্রেরি চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। ছাত্রঐক্য নেতা শাহজাহান চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, 'কর্তৃপক্ষ শিবিরকে দিয়ে ছাত্রঐক্যের আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।' এ ছাড়া নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেছেন, প্রক্টর তাদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে প্রক্টর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রলোভন দেখানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিকল্প কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন।

এদিকে ছাত্রদলও গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে। ছাত্রদল আগামী শনিবার ভিসি অফিসের সামনে গণঅনশন এবং ১৬ আগস্ট থেকে অসহযোগ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। আজ বুধবার সকালে ১১টায় চাকসু ভবনে ছাত্রঐক্য এবং দুপুর ১২টায় একইস্থানে ছাত্রদল সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেছে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত ২ দিন ধরে অনেকটা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। গত সোমবার প্রো-ভিসি চিকিৎসার জন্য ভারতে চলে গেছেন এবং ভিসি গত ২ দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে পারেননি। ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে ক্যাম্পাসে বসবাসকারী শিক্ষক-কর্মকর্তারাও প্রায় অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছেন।

এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্র বাসের পুনরায় চালুর দাবিতে গতকাল ছাত্রশিবির প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছাত্র গণজমায়েত করেছে।